সংদর্শন হইলে পরস্পর আহ্লাদিত হইল। পরে ঐ কাক মৃগসহ শৃগাল সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল সখে দ্বিতীয় এইব্যক্তি কে। মৃগ কহিল ইনি ক্ষুদ্রবুদ্ধিনামক জম্বুক আমার সহিত বন্ধুত্ব বাঞ্ছায় আগমন করিয়াছেন। কাক কহিল সখে আগন্তুকসহ মিত্রতা কর্ত্তব্যা নহে। বিজ্ঞেরা ইহা কহিয়াছেন যে যাহারদিগের কুল ও শীল ও স্বভাব জ্ঞাত নয় তাহারদিগের বাস দিবে না যেহেতু বিড়ালের দোষে জরদ্গবনামক গৃধ্র নষ্ট হইল। মৃগ ও শৃগাল জিজ্ঞাসা করিল সে কিরূপ। ইহাতে কাক কহিতেছে।

গঙ্গাতীরস্থ গৃধ্রকূট পর্ব্বতোপরি এক বৃহৎ প্লক্ষবৃক্ষ তৎকোটরমধ্যে নখনয়নবিহীন জরদ্গবনামক এক শকুনি বাস করে। অনন্তর তজ্জীবনরক্ষার্থ সেই বৃক্ষবাসি পক্ষিগণ আপন২ আহারীয় দ্রব্যহইতে কিঞ্চিৎ২ গ্রহণপূর্ব্বক প্রদানদ্বারা ঐ জরদ্গবকে সন্তুষ্ট করে। পরে পক্ষিশাবকসন্ধান পাইয়া তদ্ভক্ষণার্থ দীর্ঘকর্ণ নামক এক মার্জ্জার সেই স্থানে আগমন করিলে পক্ষিবালকেরা কোলাহলশব্দপূর্ব্বক ভয়ার্ত্ত হইল। তচ্ছব্দ শ্রবণে জরদ্গব শকুনি কহিল তোমরা ভয় করিও না। কোন দুষ্টাত্মার সাধ্যযে এস্থানে আগমন করে। এই কথা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘকর্ণ ঐ শকুনি সন্দর্শনে সভয়ে সখেদে কহিল আমি নষ্ট হইলাম কিন্তু ইহা কথিত আছে যে

যৎকালপর্য্যন্ত ভয় আগত না হয় সেই কালপর্য্যন্ত ভয়
কে ভয় করা কর্ত্তব্য আর ভয় উপস্থিত হইলে মনুষ্য
দিগের বিশ্বাস জন্মাইয়া প্রাণরক্ষা করিব। ইহা বিবেচনা
করিয়া শকুনিসমীপে সমাগমনপূর্ব্বক কহিল যে মহাশয়
আমি অভিবাদন করি। শকুনি কহিল তুমি কে। সে বলিল
আমি বিড়াল। শকুনি পুনর্জ্জিজ্ঞাসা করিল এস্থানে কি
নিমিত্ত আগমন। বিড়াল বলিল মহাশয়ের সংদর্শনার্থ।
তদনন্তর শকুনি সক্রোধে দম্ভপূর্ব্বক কহিল তুমি এই
স্থানহইতে প্রস্থান করহ যদ্যপি শীঘ্র গমন না কর তবে
তোমার প্রাণবিনাশ করিব। পরে বিড়াল কহিল আপ
নি মহাত্মা মহানুভব মহাশয় আমার বাক্য শ্রবণ করহ
তদনন্তর বধার্হ হই বধ করিবে আর বধানর্হ হই তবে
বধ করিবে না দেখ কোনস্থানে এমত আছে যে জাতি
মাত্রে বধ্য হয় বধ্য ও পূজ্য ব্যবহারাধীন হয়। ইহা
তে শকুনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল
যে তোমার চিত্তের কথা বলহ! বিড়াল বলিল আমি
এস্থানে জাহ্নবী জলসমীপে সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও
ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করত ব্রহ্মচিন্তা করি এবং বিশ্বাসভূমিস্থ
পক্ষিসকলসমীপে তোমারদিগের প্রশংসা শুনিয়া
বিদ্যা ও বয়সাদিতে বৃদ্ধ যে তোমরা তোমারদিগের
ধর্ম্ম শুনিতে আসিয়াছি কিন্তু আপনারা পরতত্ত্বজ্ঞ
বটেন কেননা আপনাদিগের গৃহে আমি অতিথি হই-

লাম আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে। ইহা গৃহ স্থের দূরে থাকুক শত্রুরও উচিত যে আতিথ্য করা। ছেদনকর্ত্তার সমীপবর্ত্তি ছায়াকে বৃক্ষ অপহরণ করে না। যদি বা ধন না থাকে তবে প্রিয়বাক্যদ্বারাও অতিথি পূজ্য হয়েন যেহেতু আসন ও স্থান ও জল ও প্রিয়বাক্য ইত্যাদি সাধুসমীপে কদাচ অপ্রাপ্ত হয় না। আর সাধু লোকেরা স্বীয় স্বভাবহেতু গুণহীনজনকেও দয়া করেন। অতএব দেখ চন্দ্র চণ্ডালগৃহে পতিত যে জ্যোৎস্না তাহাকে অপহরণ করেন না। অপর সকলজাতির মান্য ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীর মান্য স্বামী কিন্তু অতিথি যদি অতি নীচও হয় তথাপি ব্রাহ্মণপ্রভৃতি সকলকর্ত্তৃক মান্য হয়। শকুনি কহিল যে বিড়াল মাংসভক্ষক মাংসপ্রিয় এস্থানে সকল পক্ষিশাবক আছে তন্নিমিত্ত এইপ্রকার বলি। ইহা শুনিয়া বিড়াল কর্ণদ্বয়ে হস্তার্পণপূর্ব্বক কহিল যে আঃ কি কহিলে ইহা দুঃসহবাক্য প্রয়োগ করহ ছি২ এ স্থানে বাস কর্ত্তব্য নহে। আমি পরস্পর বিবদমান সকল শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু সকল শাস্ত্রেই সর্ব্ব জনে কহে যে হিংসা কর্ত্তব্যা নহে। সেই কালপর্য্যন্ত কেবল সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা করি হিংসাতে মতি রহিত হইয়াছি। আর যেং ব্যক্তি সকল হিংসাহইতে নিবৃত্ত হয় ও যেং জন সকল সহে ও অনেকের আশ্রয় সেই সেই ব্যক্তি সকলের মান্য ও বিশ্বস্ত হয়।

অপর যে ব্যক্তি যাহার মাংস খায় এই উভয়ের অন্তর দেখ খাদকের ক্ষণিকাপ্রীতি ও খাদ্য প্রাণে বিনষ্ট হয়। এবং মরিতে হইবে এই যে দুঃখ অন্য ব্যক্তি অনুমান দ্বারা বর্ণিতে শক্য হয়েন না। এবং বন্যশাকাদিদ্বারা স্বচ্ছন্দে পূর্ণিত হয় যে এই তুচ্ছ উদর তন্নিমিত্তে কোন জন মহাপাতকী হইবে। পরে জাতবিশ্বাস সেই মার্জার বৃক্ষ কোটরে থাকিয়া প্রত্যহ পক্ষিশাবকগণকে ধরিয়া আপন কোটরে আনিয়া স্বোদরপূরণপূর্ব্বক থাকে পরন্তু যাহাদিগের শাবকগণকে ভক্ষণ করিল তাহারা বিতাপিতান্তঃকরণে নবীননীরদ নয়ন সলিলসমূহদ্বারা বিলাপবারিধিবারিবৃদ্ধি করত বহুতরান্বেষণ করিয়া ইতস্ততো জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ইহা শ্রবণমাত্রেই বিড়াল কোটরান্তর্গত হইতে পলায়নপুরঃসর হইল। কিছুদিনানন্তরে ঐ পক্ষিরা স্বীয় শাবকগণের অস্থ্যাদি পাইয়া রাগে লোহিতলোচন ও কম্পিতকলেবর হইয়া নিশ্চিতরূপে কহিল যে এই বিড়াল অস্মদন্তাহারে জীবনধারণ করিয়াও অস্মচ্ছাবকদিগের প্রাণদণ্ড করণোদ্যত হইল অতএব ইহাকে শমনভবনে গমন করাইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে বাস করাই শ্রেয়ঃ ইহা মনে করিয়া শমনাস্ত্র সমচঞ্চুদ্বারা প্রাণদণ্ড করিল। অতএব আমি কহিয়াছি অজ্ঞাতকুলশীলকে বাসস্থান দিবে না। এতচ্ছ্রবণানন্তর ক্রোধান্তঃকরণ অতিবিস্ফুরিতাধর কম্পিতকলেবর শৃগাল কহিল।

মৃগের প্রথম দর্শন দিনে আপনিও অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন তবে কিপ্রকারে মহাশয়ের সহিত ইহার উত্তরোত্তর প্রীতির আধিক্য হইতেছে। শুন বিজ্ঞবিহীনদেশে অল্পজ্ঞেরাও বিজ্ঞ বলাইয়া প্রশংসিত হয়েন যেমন বৃক্ষবিহীনস্থানে এরণ্ডকেও বৃক্ষ বলা যায়। অপর অতি ক্ষুদ্রান্তঃকরণলোকদিগেরই আত্মীয় পর বিবেচনা কিন্তু সচ্চরিত্র লোকদিগের পৃথিবীস্থ সমস্তজনই আত্মীয় হয় মৃগতুল্য আপনিও আমার সখা। হরিণ বলিল উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই সকলে মিলিত হইয়া প্রণয়দ্বারা সুখে কালযাপনকরাই ভাল যেহেত্ত মিত্রামিত্র কার্য্যেতেই হয় স্বভাবতোনয়। অনন্তর কাক কহিল এই ভাল। তৎপরে সকলে হাস্যবদনে স্বীয়২ অভিলষিত কার্য্যকরণে গমন করিল। কিছুদিনানন্তরে জম্বুক মৃগকে নির্জনস্থ দেখিয়া হঠাৎ স্বীয়াভিপ্রায় মনে হওয়াতে ছল পূরিতান্তর হইয়া মৃগকে সম্বোধনপূর্ব্বক এক শস্যপূরিত ক্ষেত্রের সমাচার দেওয়াতে মৃগ হর্ষান্বিত কলেবর আহ্লাদে প্রত্যহ সেইস্থানে শস্যভক্ষণ করেন। অনন্তর তৎ ক্ষেত্রপতি ক্ষেত্রদর্শন করিয়া অত্যন্ত রাগোন্মত্তাপ্রযুক্ত জাল যোজিত করিল। পরেশস্যলোভান্ধ মৃগ শস্যভক্ষণে গমন করিতে পাশবদ্ধ আপনাকে দেখিয়া দুঃখসাগর সলিলে মগ্ন হইয়া চিন্তিতরূপে কহিতে লাগিল যে শমন সম ব্যাধপাশহইতে মিত্রব্যতিরেকে কোন জন পরিত্রাণে

সমর্থ হয়। পরে শৃগাল উপস্থিত দেখিয়া শরীরে সামর্থ্য পাইলেন কিন্তু হর্ষান্বিত শৃগাল প্রায় সিদ্ধাভীষ্ট হইয়া রাজপুত্রের ন্যায় ইতস্ততোগমন করিতে লাগিল রাবণমাতুলের লঙ্কাভাগের ন্যায় মনে২বিবেচনা করিতে ছেন যে এই হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ মৃগের মাংসংলইয়া রক্তলি প্তাস্থি অবশ্যই ত্যাগ করিবে তত্তক্ষণে অতিশয়তৃপ্তি পাইব। এমত সময়ে মৃগ শৃগাল দর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া কহিল সখে শৃগাল মদ্বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক মিত্রের উচিত কর্ম্ম করহ যেহেতু বিপত্তিতে মিত্রকে আর যুদ্ধেতে শূরকে ও ঋণেতে শুচিকে ও নির্ধনেতে ভার্য্যাকে এবং ব্যসনেতে বান্ধবকে জানিবেক এবং উৎসবেতে ও ব্যস নেতে ও রাজদ্বারেতে ও দুর্ভিক্ষেতে ও দেশোপদ্রবেতে ও শ্মশানেতে যে জন সহায়থাকে সেইজন যথার্থ বন্ধু কথিত হন। শৃগাল পাশেতে দৃঢতরবদ্ধমৃগকে সন্দ- র্শন পূর্ব্বক কহিল যে হে সখে অদ্য ভট্টারকবারে দন্ত দ্বারা কিপ্রকারে চর্ম্মনির্ম্মিত পাশস্পর্শ করিব মহাশয় যদ্য পি অন্তঃকরণে অন্য কিছু না ভাবেন তবে পরদিন প্রাতে যাহা কহিবেন তাহাই করিব। অনন্তর সেই কাক সন্ধ্যা কালাবধি অনাগতমৃগকে ভাবিয়া ইতস্ততো অন্বেষণ করত তদ্রূপ মৃগকে দর্শন মাত্রেই কহিল এ কি। মৃগ উত্তর করিল অবজ্ঞাত মিত্রবাক্যেরই ফল। ইহা পণ্ডিতেরাও কহিয়া ছেন মিত্রহিতাভিলাষি মিত্রজনের বাক্যশ্রবণ না করিলে

নিকটস্থ বিপৎ আনন্দিতা মিত্র হইতে হয়। কাক কহিল সে বঞ্চক কোথায়। হরিণ উত্তর করিল মম্মাংসার্থী সেই খল অত্রই আছে। কাক কহিল গুণবান লোকদিগের ও খলহইতে ভীতি জন্মে অতএব খল বিশ্বাসী নয় ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মমাপরাধ নাই। আর শুন গতায়ুর্ব্যক্তিরা সাধুদিগের বাক্যে এবং সুহৃদ্বাক্যেতে অবজ্ঞা করে অপর পরোক্ষে কার্য্যহন্তা ও সমক্ষে প্রিয়বাদী এমত মিত্রকে পরিত্যাগ করিবেক যেমত দুগ্ধাচ্ছাদিত বিষপূর্ণ কুম্ভকে ত্যাগ করিবেক তাহার ন্যায়। তদনন্তর কাক ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল অরে বঞ্চক শৃগাল তোর পর পাপাত্মা কে আছে যেহেতু তুই মিত্রনাশক। এবং যে জনের মিষ্টবাক্যদ্বারা আলাপন ও মিথ্যাবাক্যাদ্যাচরণে বশীভূত শক্তি আর আশা ও শ্রদ্ধাযুক্ত যে যাচক ইহারদিগের যে বঞ্চনা করা সে কি। অপর উপকারী ও বিশ্বস্ত ও নির্ম্মলান্তঃকরণ যে ব্যক্তি তাহার প্রতি যে অধর্ম্মাচরণ করে সে ব্যক্তির নাশ হইলেই ভাল হয়। অতএব দুষ্টলোকসহ মিত্রতা কদাচ কর্ত্তব্য নহে আর দেখ অঙ্গার যদি উষ্ণ হয় তবে হস্তকে দগ্ধ করে যদি শীতল হয় তবে মলিন করে। এবং দুষ্টদিগের এপ্রকার স্বভাব যে প্রথমে স্তুত্যাদিদ্বারা সাধু সমীপে প্রবেশ করে পরে পীড়া দেয়। ইহার উদাহরণ। মশক প্রথমতঃ পাদদ্বয় নিকটে গমনপূর্ব্বক নানা মধুর

ধ্বনি করিয়া ক্রমেং পৃষ্ঠাদিরক্ত পান করে তৎপরে কর্ণ সমীপে সুমধুররব করে পশ্চাৎ ছিদ্রানুসন্ধানদ্বারা প্রবেশকরে। অতএব দুর্জন অথচ প্রিয়বাদী এমত লোককে প্রত্যয় করিবে না যেহেতু খলের জিহ্বাগ্রে মধু কিন্তু হৃদয়ে বিষ।

অনন্তর পুনঃ প্রভাত সময়ে ক্ষেত্রপতি লগুড হস্তে লইয়া মৃগবধার্থ আগমন করিতেছে ইহা সন্দর্শন করিয়া ঐ মৃগকে কাক কহিল যে অহে মিত্র তুমি নিশ্বাস রোধ ও উদরস্ফীত করিয়া মৃতের ন্যায় থাক আমি চঞ্চুদ্বারা তোমার নয়নে আঘাত করি তুমি স্থির হইয়া থাক কিন্তু আমি যৎকালীন শব্দ করিব সেইক্ষণে তুমি অতিশীঘ্র পলায়ন করিবে। পরে ঐ কাকের উক্ত উপদেশে মৃতপ্রায় হইয়া মৃগ রহিল কাকও মৃগনেত্র সন্নিধানে চঞ্চুতে স্বল্পং আঘাত করিতে লাগিল। পরে ক্ষেত্রস্বামী মৃতমৃগ সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদে মগ্ন ও প্রফুল্লিত নয়নে কহিল যে আহা তুমি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছ অদ্য আমার মানস পূর্ণ হইল। অনন্তর জালহইতে মৃগকে মুক্ত করিয়া জাল জড় করিবার নিমিত্ত সত্বর হইলে কাকধ্বনি শ্রবণে মৃগ উঠিয়া অতিশয় বেগে তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলে ক্ষেত্রপ মৃগবধার্থ লগুড নিক্ষেপ করিল। তাহাতে ঐ দুষ্ট শৃগাল হত হইল কিবা আশ্চর্য্য দেখ বধোদ্দেশ না থাকিলেও শৃগাল নষ্ট হইল অতএব খাদ্য

খাদকের যে প্রীতি সে বিপত্তির নিমিত্ত হয়। লঘুপতন নামক কাক পুনর্ব্বার হিরণ্যককে কহিল তোমাকে যদি আমি ভক্ষণ করি তাহাতে আমার তৃপ্তি হইবে না। তুমি চিত্রগ্রীবের ন্যায় সাধু তুমি রক্ষা পাইলে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ জানিবে। এবং উত্তম লোকদিগের সাধুস্বভাবত্বহেতুক তির্য্যগ্‌যোনিরদেরও বিশ্বাস দেখা গিয়াছে যেমত তোমার ও চিত্রগ্রীবের। আর সাধুলোক ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার মন বিকারকে পায় না যেমন ঘাসের অগ্নিদ্বারা সমুদ্রের জল তপ্ত হয় না। হিরণ্যক কহিল যে তুমি চপল তোমার সহিত প্রীতি করা কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরাও কহিয়াছেন যে চপলের সহিত কদাচ প্রীতি করিবে না। এবং মার্জ্জার ও মহিষ ও মেষ ও কাক ও কাপুরুষ ইহারা বিশ্বাসেতে প্রভু হয় এইহেতু এই সকলে বিশ্বাস ভাল নহে আর কি কহিব তুমি আমারদিগের শত্রুপক্ষ ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে যে সন্ধিহেতুক স্বয়ং আলিঙ্গিত দুষ্ট বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিবে না যেহেতু অতিশয় উষ্ণ জলও বহ্নিকে নির্ব্বাণ করে! আর দুষ্টলোক বহুবিদ্য হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক কেননা মণিতে ভূষিত যে সর্প সে কি ভয়প্রদ হয় না। যাহা যে কর্ম্মের অযোগ্য তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে আর যাহা যে কর্ম্মের যোগ্য তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব দেখ স্থলে নৌকা যায় না ও জলে শকট যায় না। এবং

অতি উত্তম ধন হেতুক শত্রুতে এবং বিরক্ত স্ত্রীতে যে জন বিশ্বাস করে তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত।

লঘুপতননামা কাক হিরণ্যকনামক মূষিককে কহিল যে এই সকল নীতি শ্রুবণ করিয়াছি তথাপি আমার এই প্রতিজ্ঞা যে তোমার সহিত সখ্য করিব। যদ্যপি মিত্রতা না করহ তবে অনাহারদ্বারা আপনাকে নষ্ট করিব আরো শ্রুবণ করহ দুষ্টলোক মৃত্তিকার ঘটতুল্য সুখেতে ভগ্ন করা যায় কিন্তু বহুক্লেশেও মিলন হয় না আর সুজন সুবর্ণ ঘটের ন্যায় বহু আয়াসে ভগ্ন হয় অনায়াসে মিলন হয়। এবং অন্য সকল তৈজসপাত্রের দ্রুবত্ব আর মৃগ ও পক্ষি দের কোনকারণ এবং মূর্খের ভয় ও লোভ আর উত্তম জনের দর্শন এই সকল কারণ বশতো মিলন হয়। এবং উত্তমদিগের নারিকেলফলের ন্যায় অন্তঃস্নিগ্ধ আর অধম লোকের বদরীফলের ন্যায় বাহ্য কোমল অন্তঃকাঠিন্য আর সাধু লোকদিগের প্রীতি বিছেদ হইলেও গুণ বিকার প্রাপ্ত হয় না যেমত পদ্মমৃণাল ভগ্ন হইলেও দুই খণ্ডে সূত্র থাকে। অপর শুচিত্ব ও দানশীলত্ব ও শূরত্ব ও সুখ দুঃখে সমানতা ও নিপুণতা ও আনুরক্তি ও সত্যতা ইত্যাদি মিত্রের গুণ এই সকল গুণযুক্ত জন তোমাভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পাইব। লঘুপতনের এই সকল অমৃত তুল্য বচনদ্বারা হিরণ্যক বহির্নির্গত হইয়া বলিল যে আমি তোমার অমৃততুল্য বাক্যেতে পরাহ্লাদিত হইলাম।

পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন যে সৎলোক সকলের সৎযুক্তিযুক্ত অমৃততুল্যবাক্যদ্বারা যেমত সুখ জন্মে তেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে অতিসুশীতলজল প্রদান ও তদ্দ্বারা স্নান ও মুক্তামাল্যপ্রদান ও সকল অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিলেও সুখ হয় না। এবং নির্জনে সজ্জনসঙ্গে ব্যবহার করা প্রার্থনা আর নৈষ্ঠুর্য্য ও মনের চাঞ্চল্য ও ক্রোধ ও মিথ্যা বাক্য ও দ্যূত এই সকল যে মিত্রের দোষ ইহার একদোষও তোমাতে নাই যেহেতু বাক্পটুতা ও সত্যবাদিত্ব আছে এবং চাঞ্চল্যাদি নাই ইহা বুঝাযায়। অপর সৎলোকদিগের কোমল অথচ নির্ম্মলচিত্ত ও মৈত্র ধর্ম্ম ও অন্তর্যদ্রূপ বাহ্যও তদ্রূপ ইত্যাদি। আর অসজ্জনের খলতা ও দুষ্টান্তঃকরণ ও বাক্যদ্বারা এক কার্য্যদ্বারা অন্য প্রকার ও চিত্তে অন্যরূপ ইত্যাদি। হিরণ্যক ইহাতে সম্মত হইয়া বলিল যে তোমার অভিমত হউক পরে পরস্পর মিত্রতা করিয়া উত্তম২ দ্রব্য আনিয়া উভয়ে উভয়ের আহ্লাদ ও সম্মানপূর্ব্বক ভোজন হইলে স্বীয়২ স্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু তদবধি উভয়ে আহারপ্রদান ও মঙ্গলপ্রশ্ন ও সদালাপে কালযাপন করিতে লাগিল।

একদিবস লঘুপতন হিরণ্যককে কহিল এ স্থানে আহার লাভ অতিক্লেশজনক অতএব এ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন কর্ত্তব্য। ইহাতে হিরণ্যক কহিল যে মিত্র এ স্থানত্যাগ করিয়া কোনস্থানে গমন করিব। পণ্ডিতেরা

কহিয়াছেন বিজ্ঞলোক একপথগামী একস্থানস্থায়ী হইবেন স্বপথ ও স্বস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। কাক কহিল বিলক্ষণস্থান নির্ণীত আছে। হিরণ্যক বলিল সে কোন স্থান। কাক উত্তর করিল দণ্ডকারণ্যে কর্পূর গৌরনামক এক সরোবর তন্মধ্যে মন্থরনামক এক কচ্ছপ আমার মিত্র আছেন তিনি যথাশাস্ত্রোক্তমিত্রধর্ম্মযুক্ত অতএব বহুসম্মানপুরঃসরে আহারাদি প্রদান করিবেন। হিরণ্যক কহিল যে তবে আমার এস্থানে বাস কর্ত্তব্য নহে কারণ যে স্থানে সম্মান ও বৃত্তি ও বান্ধব ও বিদ্যা ও লোকের গমনাগমন ও ভয় ও লজ্জা ও নিপুণতা ও দান শীলতা ও ঋণদাতা ও চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণ ও সজলনদী এই সকল নাই সে স্থানে বসতি কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি ও তোমার সহিত সেই স্থানে গমন করি। অনন্তর কাক সেইমিত্রসহ সদালাপ করতং সুখে সেই সরোবর সমীপে গমন করিলে মন্থর নামক কচ্ছপ দূরহইতে মিত্র সংদর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সমাদরপূর্ব্বক আ-হ্বান কবিয়া স্বস্থানে মিত্র ও মূষিক সহ যাইয়া যথোচিত আতিথ্য করিল যেহেতু বৃদ্ধ ও বালক ও যুবা ও পণ্ডিত ও মূর্খ ও নীচ ও ধনী ও বান্ধব ও শত্রু যে হউক আগত হইলে মান্যতা করিতে হয়। মন্থরকে কাক কহিল মিত্র ইহাকে বিশেষ সম্মান করহ যেহেতু ইনি দয়ালু ও পরোপকারক ও বিজ্ঞ ও মিত্রোপযুক্ত ইহার গুণ সহস্র

বদনেও বলা যায় না ! অনন্তর চিত্রগ্রীবের বৃত্তান্ত কহিল। পরে মন্থর মূষিককে বহুসমাদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয়ের এস্থানে গমনের কারণ কি। ইহাতে মূষিকরাজ উত্তর করিল কারণ কহি শ্রবণ করহ।

চম্পকানাম্নী নগরীতে সন্ন্যাসিসমূহ বাস করেন তাহার মধ্যে একসন্ন্যাসীর ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উচ্চস্থানে থাকিত তাহাতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উঠিয়া দ্রব্য ভক্ষণ করিতাম ইতি মধ্যে একদিবস তাহার মিত্র ঐ স্থানে আগমন করিলে এই কথা প্রশ্নে সে ব্যক্তি উত্তর করিল যেএই ক্ষুদ্র মূষিকের এরূপবল অতএব ইহার ধন আছে। অনন্তর খনিত্রদ্বারা আমার বিবরভেদ পূর্ব্বক সকলধন হরণ করিল তদবধি ধনহীনতাপ্রযুক্ত বল ও বুদ্ধি হীন হইয়া কাতরে অল্প২ ভ্রমণ করি আর আমার সকলকর্ম্মই নষ্ট হইয়াছে যেমত কুৎসিত নদী জলহীন হইলে নষ্ট হয় তাহার ন্যায়। অপর যাহার ধন আছে তাহার সকল লোক মিত্র ও বান্ধব ও তাহার পুরুষত্ব ও পাণ্ডিত্য আর পুত্র ও মিত্র রহিতের গৃহ শূন্য অর্থাৎ মিথ্যা এবং মূর্খের সকল দিক্ শূন্য ও দরিদ্রের সকলি শূন্য। অপর যে ইন্দ্রিয় অন্যথা করা যায় না সেই ইন্দ্রিয় ও যে বুদ্ধির প্রতিঘাত করা যায় না সেই বুদ্ধি ও যে বাক্যের প্রতিঘাত হয় না সেই বাক্যওযে লোক ধনমত্তারহিত সেই পুরুষ। আর সময়েতে করি

য়া অন্যপ্রকার হয় তাহা কি কহিব এ কি আশ্চর্য্য ইহাতে বিবেচনা করিলাম যে এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। আর এই বৃত্তান্ত অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান কর্ত্তব্য নহে যেহেতু ধননাশ ও মনস্তাপ ও গৃহের মন্দচরিত্র ও পরকর্ত্তৃক বঞ্চনা ও অপমান ও পরমায়ু ও ধন ও মন্ত্রণা ও প্রভুর অপমান ও মৈথুন ও দান এই সকল প্রকাশ করিবে না। আর পুরুষের চেষ্টাসাধ্য যে কর্ম্ম তাহা ব্যর্থ হইলে উচিত তাহার অরণ্যে বাস। অপর বিজ্ঞমানুষ মরিলেও কৃপণতা পায় না যেমত অগ্নি নির্ব্বাণতাকে পায় তথাপি শীতলতা পায় না। আর বিজ্ঞের পুষ্পতুল্য দুই বৃত্তি এক সকলের আদৃত অপর বনমধ্যে শুষ্ক হওয়া। বরং অগ্নিতে প্রাণপরিত্যাগও ভাল তথাপি যাচঞাকর্ত্তব্য নহে। এবং দরিদ্রতাতে লজ্জা লজ্জাহেতু বলনাশ বলনাশে পরাভব পরাভবে অজ্ঞান অজ্ঞানহেতু শোক শোকহেতু বুদ্ধি নাশ হয় বুদ্ধি নাশ হইলে মিত্রতা নাশ হয় অতএব দেখ দারিদ্র্য বিপত্তির কারণ। অপর বরং মৌনী হইবে তথাপি মিথ্যাবাক্য কহিবে না। আর পরুষের নপুংসকতা বরং ভাল তথাপি পর স্ত্রীগমন কিছু নহে এবং প্রাণ পরিত্যাগও উচিত কিন্তু খলের সহিত মিত্রতা উত্তম নহে। আর ভিক্ষাভোজনও উত্তম কিন্তু পরধন দ্বারা জীবন রক্ষা কর্ত্তব্য নহে। বনে বাস বরং ভালো কিন্তু অন্যায়িরাজার রাজ্যে ও নীচের নিকটে বাস

কর্ত্তব্য নহে। যেমন সেবা মান হরণ করে ও জ্যোৎস্না অন্ধকার নষ্ট করে ও বৃদ্ধাবস্থাতে শরীরের কান্তি নষ্ট হয়। তেমন প্রার্থনা গুণসমূহকে নষ্ট করে। অপর পরান্নভোজী ও পরাধীন ও পরগৃহে শয়নকর্ত্তা ও চির প্রবাসী ইহারদিগের যে জীবন সে মরণতুল্য। এইসকল চিন্তাপূর্ব্বক সন্ন্যাসিসমীপে ধনগ্রহণার্থ গমন করিয়া সন্ন্যাসিকর্তৃক আঘাতিত হওয়াতে ধীরে২ প্রস্থান করিলাম।

এক্ষণে আমার ধন নাই ও বৃদ্ধাবস্থা ও মিত্রও এস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন এইপ্রযুক্ত বিবেচনা করিলাম যে এস্থানে বাসকর্ত্তব্য নহে অতএব শাস্ত্রেও কহিয়াছেন নদীও ধনী ও বিবেচক ও রাজা ও মিত্রও সম্মান ইত্যাদি যে স্থানে নাই সেস্থানে বাস করিবে না। আরো কহিয়াছেন যেমিত্র মনুষ্যদিগের পরম উপকারক যাহার মিত্র আছে তাহার ধন ও সুখ ইত্যাদি সকলি আছে। এস্থানে মিত্র আগমন করিলেন ও মহাশয়ও মিত্র এই দেশ সুখদ ও উত্তম বাস যোগ্য এবং আপনি মহাত্মা আপনসমীপে সর্ব্বদা সুখ পাইব আর এস্থানে আহার যোগ্য দ্রব্য স্বচ্ছন্দে মিলিবে অতএব এক্ষণে এইস্থানে বসতি কর্ত্তব্য। এবং আরো দেখ মনুষ্যদিগের স্ত্রীর সহিত অতিশয় প্রীতি কিন্তু ঐ স্ত্রীসহ চিরকাল সমান প্রীতি থাকে না সময়বিশেষে কারণ বশত হ্রাসতাওপায় মিত্রসহ কদাচ বৈলক্ষণ্য হয় না।

অপর বিশেষ২ আন্তরিক যে বিষয় তাহার মধ্যে পিতৃ মাতৃ সমীপে কোন২ গুপ্ত বিষয় গোপন করিতে হয় আর স্ত্রীস মীপে পরামর্শাদি গোপন করিতে হয় ও পুত্রনিকটে কোন২ কথা গোপন করিতে হয় মিত্র সমীপে কিছু গোপনার্হ নাই বরং রহস্যকথা প্রকাশ করিলে উপকার আছে কেননা মিত্র তাহার সদসদ্বিবেচনা পূর্ব্বক পরামর্শ প্রদান করেন। আর সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করান অসৎকার্য্যে নিবর্ত্তক হয়েন হিরণ্যকের ইত্যাদিবাক্য শ্রবণে মন্থর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া হিরণ্যককে বহুসমাদর পুরঃসরে সম্মানপূর্ব্বক আহারাদি প্রদান করতঃ সদাসুখে বাস করিতে লাগিল। অতএব তোমরা সতের সহিত সর্ব্বদা মিত্রতা করহ। এবং মিত্র সহ সম্ভাষণ ও সদালাপ ও সদ্বিবেচনা করহ। আর মিত্রহইতে উপকারি কেহ নাই মিত্রহইতে ধন ও মান ও সুখ ও জ্ঞান ইত্যাদি সকলি লাভ হয়।

সময় বিষয়ক।

সময়ের স্বল্পতা নিমিত্ত সর্ব্বদা আমরা বিলাপ করিয়া থাকি অধিকসময় পাইলে ভাল হইত ইত্যাদি কিন্তু যে সময় আছে ইহাকে উত্তমরূপে ব্যবহার করণে সকলেই অক্ষম যেহেতু মনুষ্যদিগের জীবনের অধিককাল বৃথা কর্ম্মে ক্ষেপণ হয় এবং অত্যল্পকাল সৎকর্ম্মে ব্যয় হইয়া থাকে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সময়ের স্বল্পতাও তাহার বায়ুর ন্যায় গতি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াও

আমরা সময়কে বৃথা কার্য্যে ব্যয় করি এবং বোধ করি যে তাহার শেষ নাই। আর অনুমান করি যে মনুষ্যেরদের ইহা অতি অসংগত যেহেতু আমাদিগের সকলাবস্থার শেষ আছে তন্নিদর্শন আমাদিগের বাল্যকাল অতি শীঘ্র গত হইয়া যৌবনাবস্থা হয়। এবং ঐ যৌবনাবস্থা গতা হইলে মনুষ্যত্বের সময়প্রাপ্ত হয় তৎপরে বৃদ্ধাবস্থা হয় তাহার পরেই পৃথিবীহইতে প্রস্থান করিতে হয়। অতএব আমাদিগের সময় যে সকলবিষয়ে ক্ষেপণ করা উচিত এমত বিষয়েতেই প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়ঃ। আর আমাদের সুখের সময় অতিশীঘ্র গত হয় এবং দুঃখসময়শীঘ্র গত হয় না। মনুষ্যদের জীবনকালকে যদি বিংশতি অংশে বিভাগ করা যায় তবে দেখা যায় যে একোন বিংশতি তমভাগ ব্যর্থ ক্ষেপণ হয় যে ব্যক্তিরা অনবরত অতি দ্রুত কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন তাহাদের বিষয় এস্থলে কহিতে আমার বাসনা নহে কিন্তু যে ব্যক্তিরা কেবল নিষ্ফল কর্ম্মে সতত রত থাকেন তাহাদিগের বিষয় কহিতেছি অতএব তাহাদিগের আশু উপকারার্থে যে২ কর্ম্মে সময়কে ব্যয় করা কর্ত্তব্য তাহা নিম্নে লিখিত হইল। প্রথমতঃ পরোপকার করণ দ্বিতীয়তঃ মূর্খের প্রতি সদুপদেশ তৃতীয়তঃ পরদুঃখে দুঃখী হওয়া অনাথকে সনাথ করা চতুর্থ মানীর মানরাখা পঞ্চম হিংসকের হিংসা নিবারণ করা. ষষ্ঠ রাগীর রাগ শমতা করা। এই সকল

কর্ম্ম সদ্ব্যক্তির অতি আবশ্যক কারণ তদ্দ্বারা তিনি জগৎ সম্বন্ধীয় লোকের মঙ্গল করিতে পারেন। আর আমাদিগের এমত ক্রীড়ায় সময় ব্যয় করা উচিত যাহাতে কোন দোষস্পর্শনা হয় এবং যাহাতে তাঁহাদের কোন শারীরিক ব্যামোহনা হয়। অতএব কোনক্রীড়াতে কালক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। এবিষয়ে আশ্চর্য্য এই যে জ্ঞানিব্যক্তিরাও তাস লইয়া কাল শ্বেতও রক্তবর্ণ চিহ্ন সকল গণনা করিয়া থাকেন কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের কি সুখোৎপত্তি হয় তাহা আমি বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম! তাহাতে তাহারা অনেক সময় নষ্ট করেন এবং এতদ্রূপ সময়ক্ষেপণ করিয়াও কহিয়া থাকেন যে আমাদিগের পরমায়ু অত্যল্প ইহা শ্রবণে তাহাদিগকে আমরা অবোধ ব্যতিরিক্ত অন্য কি বলিতে পারি।

মনঃ সন্তোষের নমিত্ত উত্তম ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে আমরা যে সময় ব্যয় করি এবং তাঁহারদের সহিত নানারূপ বাক্‌কৌশল করণে যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাকেই সৎসুখ বলা যায় এবং তাহাতে যে সময় ব্যয় হয় তাহাকেই সদ্ব্যয় কহিতে হইবেক। কারণ তাহাতে আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও সুশীলতার বৃদ্ধি হয়। এই সকল ভিন্ন আমারদিগের মনঃসন্তোষের আর২ অনেক উপায় আছে তাহা এস্থানে লিখনে প্রয়োজনাভাব। অতএব সময়কে সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে সকলে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত

হও তাহাকে অপব্যয় কদাচ করিও না কেননা সে অতি দুষ্প্রাপ্যধন তাহাকে একবার হারাইলে আর পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং সে সতত গমন করে কাহারো অনুরোধ অপেক্ষা করে না। যে মনুষ্যেরা সংগীত ও কাব্য এবং নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম ও চিত্রকার্য্য করিতে সতত অভিলাষ করেন এবং তাহাতেই যদি তাঁহারা সময় ব্যয় করেন তদ্দ্বারা তাহারদের স্বীয়২ অতিশয় আনন্দ উৎপন্ন হইতে পারে আর অন্য২ সকলে তাহারদের কর্ম্মের প্রশংসা করেন অধিকন্তু তদ্দ্বারা শিল্প বিদ্যার বিশেষ আধিক্য জন্মিতে পারে। এই সকল বিষয়ে আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হই বটে কিন্তু উত্তমগ্রন্থকর্ত্তাদের পুস্তকাদি পাঠ করিলে যেরূপ অপারসুখোৎপত্তি হয় সেরূপ কদাচ অন্যকর্ম্মে হয় না যেহেতু তদ্দ্বারা আমাদের মনের মালিন্য দূর হয় এবং কারণের উৎকৃষ্টতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতে পারে এবং রিপুদিগের বলক্ষয় এবং সুধারার সঞ্চারাদি অনায়াসে হয়।

ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রেতেই বর্ণিত আছে যে সাধনা করিলেই সকল অসাধ্যকর্ম্মাদি সুসিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু সেই সাধনাকরণার্হ সময়কে ব্যয় না করিলে কদাচ সুসিদ্ধ হয় না যেমন কারণব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ইহাও তদ্রূপ জানিবে।

গ্রন্থাদিপাঠকরণে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ তাহাতে আমাদিগের সময় ব্যয় করণে সুখজনক হয় না কিন্তু ক্রমশঃ তাহাতে পরিশ্রম করিলে তাহার গূঢমর্ম্ম বোধগম্য হয় তৎপরে সেই পুস্তক পাঠ করিলে অতিপ্রীতি জন্মে আর তদ্দ্বারা আমাদের যে সময়ক্ষেপণ হয় সে অত্যন্ত সুখ জনক ও প্রয়োজনকারি অতএব সময়কে সদ্ব্যয় করিতে সকলে সতত নিযুক্ত হও। দেখ নিদ্রাতে যে সময় ক্ষেপণ হয় ও আহারাদিতে ও পরিচ্ছেদাদির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ও পরস্পর সম্ভাষাকরণেতে আর পীড়াতে শারীরিক অবসন্নতা ও ঔদাস্য জন্মে অধিকন্তু অতিতুচ্ছ কর্ম্ম করণেতে আমাদিগের কালক্ষেপণ হয় এই সকল সময় পরিত্যাগ করিলে আমাদিগের জীবনকাল অত্যল্প অবশিষ্ট থাকে। অতএব সময় ব্যবহার বিষয়ে পরিমিতাচারি হওয়া আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে এবং যুক্তিসিদ্ধ মতে কর্ত্তব্য। ধনরক্ষা বিষয়ে যেমত অত্যল্প পরিমিতাচারি মনুষ্য দেখা যায় সময়কে পরিমিতরূপে ব্যয় করিতে তদপেক্ষায় অত্যল্পব্যক্তি দৃষ্ট হয় কিন্তু ঐ সময় ধনাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ যেহেতু সময়ের মূল্য নাহি। যেমত বহু ধনাধিকারিব্যক্তিরা আপনারদিগের ধন অপব্যয় করিয়া থাকেন তদ্রূপ যুবাব্যক্তিরা ইহা মনে বিবেচনা করেন যে আমাদিগের প্রচুরসময় আছে ইহা জ্ঞানে তাহারা কেবল আসনে নিষ্কর্ম্মে বসিয়া জৃম্ভণ করিতে থাকেন এবং ধূম

পানাদিদ্বারা সময়কে অকুতোভয়ে ও অপহেলন করণ পূর্ব্বক ক্ষেপণ করেন কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদিগের জীবন কাল যে হ্রাসতাপ্রাপ্ত হয় ইহা বিবেচনা করিতে তাহারা মনে কণিকামাত্র স্থান প্রদান করেন না। মনুষ্যের সকল মন্দ স্বভাবাপেক্ষায় ইহা অতিশয় অনিষ্টকারি হয় জ্ঞান বিষয়ে এবং কার্য্যবিষয়ে এই স্বভাব অতিশয় প্রতিবন্ধক হয়।

অতএব এমত কদর্য্য স্বভাব যে ব্যক্তির আছে তিনি তাহা পরিত্যাগ করুন কারণ যুবাব্যক্তির প্রতি অলস হওন কোনমতে উপযুক্ত হয় না জ্ঞানিব্যক্তিরা এইস্বভাব সর্ব্বদা নিষেধ করিয়া থাকেন। যুবারা সকলকর্ম্মে প্রগল্ভ ও পরিশ্রমি এবং অক্লান্ত হও। আর অদ্য যে কর্ম্ম সম্পূর্ণ করণে ক্ষম হও তাহা পর দিনে করিব এমত বিলম্ব কদাচিত করিও না।

এইক্ষণে সময়বিষয়ক পরমোপকারি এক উপায় কহিতেছি যদ্দ্বারা আমাদিগের জীবনকাল অধিক বৃদ্ধি শীল বোধ হয় তাহা এই প্রথমত যদ্যপি কোনকার্য্যো পলক্ষে অধিকরাত্রে শয়ন করহ তথাপি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গাত্রোত্থান করিবে এমত প্রকার অভ্যাসদ্বারা অনেক সময় পাইয়া অনায়াসে কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিদিবসের সময় বিভাগ করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মে নিরূপিত কার্য্যানুসারে কর্ম্ম করিবে

এবং প্রকার নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে কোন প্রকারে সময় নষ্ট হইতে পারিবেক না এবং কার্য্যের হানি না হইয়া শৃঙ্খলাপূর্ব্বক অতিসুগম বোধ হইবে

সত্যবিষয়িকা কথা।

অলীক প্রতিযোগি অর্থাৎ যথার্থ যে পদার্থ তাহার নাম সত্য এতদ্বিষয়ক যে স্বরূপকথা তাহার নাম সত্যকথা। এই সত্যকথা সাধুজনদিগের অভিলাষ দাত্রী সতত সুখকরী আর নিত্যজ্ঞান ও নিত্যবস্তু প্রাপ্তিকারিকা কিন্তু ইদানীন্তনভ্রান্ত ওক্ষণিক সুখাভিলাষি মনুষ্যদিগের সুখবিরোধিকা অর্থাৎ মিথ্যাবাদিদিগের তজ্জন্য কিঞ্চিৎ সুখ সময়ে সত্যকথা উপস্থিতা হইলে তৎসুখধ্বংস হয় অতএব পরে পরমপীড়াদায়ক ক্ষণিক সুখজনক পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বকপরমসুখদায়ক সত্যপরায়ণ হও। এবং দণ্ডার্হ দোষসংযুক্ত জনদিগের তদ্দোষ পরীহারার্থ আশুসুখজনক সত্যের বিপরীত কদাচ কহিবে না যেহেতু তত্তদ্দোষজন্য যে দণ্ড তাহা তত্ত দ্ব্যক্তির প্রতি উচিত হয়।

ইহার বিবরণ। অতিশয় প্রবলতর প্রতাপান্বিত সর্ব্ব রাজ্যাধিকারি মহারাজাধিরাজ মনোনামক একব্যক্তি ইহঁরি দুইপুত্র তাহার মধ্যে ধর্ম্মনামা জ্যেষ্ঠপুত্র আর অধর্ম্ম নামা কণিষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মের স্ত্রী সত্যকথানাম্নী অধর্ম্মের স্ত্রী মিথ্যাকথানাম্নী। কিয়দ্দিবসানন্তর মনোনামক রাজা

প্রাচীনত্ব প্রযুক্ত উক্ত পুত্রদ্বয়কে রাজ্যাভিষিক্ত করি-
লেন ঐ পুত্রদ্বয় স্বীয়২ অংশানুসারে রাজ্য করতঃ
প্রজা প্রতিপালন করেন। ঐ সত্যকথা স্বামী নিমিত্ত
নামক অমাত্য সহ দেশে২ভ্রমণপূর্ব্বক সকল প্রজাদিগকে
বশীভূত করিলেন ইহাঁদিগের যে২ স্থানেগমন হয় সেই২
স্থানস্থ প্রজারা প্রাণবিয়োগ হইলেও ঐ সত্যাদিকে পরি
ত্যাগ করেন না। মিথ্যাদি ইহা সন্দর্শন করিয়া
সপরিবারে সত্যাদির সমবেশধারণ পূর্ব্বক কল্পনা
অর্থাৎ ভাঁড়ের ন্যায় গৃহে২ পুনঃ২ ভ্রমণেতেও কোন
জন কর্তৃকো আদৃত হইল না। আর যদ্যপি কেহ২
ভ্রমহেতু মিথ্যাদিকে আশ্রয় করে তথাপি সত্যাদি সহ
সন্দর্শন হইলে ঐ মিথ্যাদিকে সেস্থানহইতে দূরদেশে
পলায়ন পরায়ণ করান অর্থাৎ তাহাদিগের মুখদর্শনও
করেন না। কিন্তু এপ্রকার আচরণ দ্বারা ঐ মিথ্যাদি
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয়সৈন্য ষড়্‌রিপু ও নিলজ্জা ও অহ
ঙ্কার প্রভৃতিকে কহিলেন যে সত্যাদির প্রাবল্যহেতু আ-
মার সকল রাজ্যধ্বংস হইল এক্ষণে তোমরা ব্যূহ অর্থাৎ
সৈন্যের গড় রচনাপূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করহ তাহাতে ঐ
সন্যরা ব্যূহরচনা দ্বারা মিথ্যাদিকে রক্ষা করিতে লাগিল
এবং মধ্যে২ মিথ্যাদির আজ্ঞাপাইয়া ঐ সৈন্যরা সত্যা
দির প্রতি আক্রমণ করিলে সত্যাদিরযে দয়াদি সৈন্য
তাহাদিগের জ্ঞান প্রভৃতি অস্ত্র সন্দর্শনে পলায়ন পরা-

য়ণ হয় এইরূপে ক্রমে২ পরাভবহইলে মায়া নাম্নি রাক্ষসীকে প্রেরণপূর্ব্বক কল্পিত সুখদায়ক দ্রব্য ও ভাব ও কথাদি ও মিথ্যার আশ্রয় থাকিলে উত্তম২ রত্নাদি লভ্য হয় ইত্যাদিলোভ জনকবাক্য দ্বারা অজ্ঞানরজ্জুতে বন্ধন পূর্ব্বক অনেক২ প্রজাদিগকে বশীভূত করিল। তদনন্তর ঐ সত্যাদির সৈন্যরা স্বীয়২ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করত গমন করিয়া অজ্ঞানরজ্জুপ্রভৃতিকে ছেদন করিলে মায়াকল্পিত সৈন্য সকলেই পলায়ন করিল। এইরূপে অত্যন্তক্ষীণ হইয়া ঠক ও গাঞ্জাভক্ষক ও মদ্যপ প্রভৃতি কতকগুলি প্রজার উপর মিথ্যাদি আধিপত্য করিতে লাগিল। এবং ঠগাদি প্রজা সকল মিথ্যার পক্ষ হইলে সত্যাদি পরমা হ্লাদে অন্যসকল প্রজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

সত্য রাজাধিকারে সকল জন সর্ব্বদেশে সকল কর্তৃক মান্য ও সকলের বিশ্বস্ত হইলেন তাহাতে পরম সুখ ও অর্থ প্রাপ্তি ও দয়াদি হইল দয়াদিহইতে চিত্তনৈর্ম্মল্য তদ্দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা তজ্জন্য জ্ঞান প্রভৃতি উদয় হইল।

ইহার উদাহরণ। হস্তিনাপুর নিবাসি মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির ইহাঁর চিরকাল সত্যেস্থিতি ও সত্যই ব্রত ও সতত সত্যকথা এবং সত্যবাদিতে আদর ও সত্য প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি ছিল। ঐ মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের এমত প্রকার সত্যেতে দৃঢ়তা যে একদিবস কুরুরাজ

দুর্য্যোধন প্রভৃতির সহিত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পাশক্রীড়াতে পরাজিত হইলে ঐ প্রবলতর প্রতাপান্বিত বীরপ্রবীর যুধিষ্ঠির সংমুখে তৎপত্নী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে ঐ দুর্য্যোধনাদি প্রবর্ত্ত হইলেও ঐ মহারাজ যুধিষ্ঠির সত্য প্রতিজ্ঞত্ব প্রযুক্ত মৌনী হইয়া স্থিতিকরিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠির এতাদৃশ পরাক্রমশালী ও অতিবলিবলান্বিত ভ্রাত্রাদি সহায়ে তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনাদির প্রাণবিয়োগ করিতে সমর্থ হইলেওপ্রতিজ্ঞারক্ষার্থঅতি অসহ্য স্ত্রীর বিবস্ত্রকরণ তাহাও সহ্য করিলেন। এবং ঐ ভূপতি অতিশয় সুখী তথাপি বন বাসজন্য সতত বহুতর ক্লেশ তাহা অর্জুন প্রভৃতি ভাতৃবর্গও দ্রৌপদী ও অমাত্যাদিসহ গমন পূর্ব্বক বহুতরদিবস তৎ স্থানে স্থিতিকরিয়া একবর্ষ বিরাটনগরে তন্নগরাধিপতি সমীপে পঞ্চভ্রাতা দাসত্ব ও দ্রৌপদী দাসীত্ব স্বীকারপূর্ব্বক তজ্জন্য অতিশয় অসহ্য যে ক্লেশ তাহাও সহ্য করিয়া ছিলেন।

আরোদেখ এইপ্রকার সত্যবাদিত্ব যে উক্ত ও তদ্ভিন্ন বহু২ কষ্টদায়ক সতত অহিতমতি দুর্দান্ত অতিশয় প্রবল তর রিপু যে দুর্য্যোধনাদি তাহারা কোন সময়ে উৎপাত গ্রস্ত হইয়া ঐ যুধিষ্ঠিরাদি সমীপে আগমন পূর্ব্বক পরা মর্শ জিজ্ঞাসাকরিলে এমত২ পরামর্শ দিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট জন্মাইতে পারে তথাপি মিথ্যা কদাচ প্রয়োগকরেন নাই তাহার মধ্যে এক এই যে

যৎকালীনভীষ্মজননীগঙ্গাদুর্য্যোধনকেসংদর্শনার্থআহ্বান করিলেন তৎকালীন কৃপাচার্য্যাদির অনুমত্যনুসারে ঐ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে ঐ আচার্য্যাদির অনুমতি ও গঙ্গার আহ্বানজানাইলেন এবংযুধিষ্ঠির ইহাও জ্ঞাতছিলেন যে ভীষ্মজননী সংদর্শন করিলেদুর্য্যোধনের বস্ত্রহীন শরীরে দুশ্ছেদ্যওঅভেদ্য বর্ম্মদিবেন এবং স্বীয়শত্রুশরীরদুশ্ছেদ্যও দুর্ভেদ্যহইলে আপনাকে পরাভবপাইতে হইবে তথাপিঐ দুর্য্যোধনকে পরামর্শপ্রদান করিলেন যে তুমিনগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গহইয়া ভীষ্মজননী সংমুখে গমনকরহ তাহাতে তোমার মঙ্গলহইবে কিন্তু কদাচ বস্ত্রাদিদ্বারাশরীর আচ্ছাদন পূর্ব্বক গমন করিবে না ইহাতে দুর্য্যোধন বিবেচনা করিলেন যে আমাদিগের পূজ্য ও মান্য ও পরমতত্বজ্ঞ যে পিতামহ ভীষ্ম তজ্জননী সমীপে নগ্নহইয়া গমন কর্ত্তব্য নহে! অতএব বস্ত্রপরিধান পূর্ব্বক গমন করা উচিত। কিন্তু ক্ষুদ্রবস্ত্র দ্বারা কটিদেশাবধি উরুদেশপর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া গমনকরি অধিকশরীর আচ্ছাদন কর্ত্তব্য নহে যেহেতু গুরু কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের পরামর্শ পূর্ব্বক গমন করিতে অনুমতি করিয়াছেন অতএব ঐ পরামর্শই উত্তম ও হিতকারক হইবে ইত্যাদি বিবেচনাদ্বারা দুর্য্যোধন ক্ষুদ্রবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভীষ্মজননী গঙ্গা সংমুখে গমনানন্তর ঐ ভীষ্মজননী দুর্য্যোধনকে সন্দর্শন করিলেন বস্ত্রাচ্ছাদিত যে শরীরৈকদেশ তদ্দ-

র্শনানন্তর তদ্দেহ ব্যতিরিক্ত সকল দেহাচ্ছাদন যোগ্য দুশ্ছেদ্য ও অভেদ্য বর্ম্মপ্রদান করিলেন। দেখ সত্যের এই প্রকার প্রতাপ যে শত্রু দুর্য্যোধনকে সত্য কহিলেও তাহা গ্রাহ্য না করাতে বিপরীত হইল। তাহা এই যে সমুদ্র সম সৈন্যযুক্ত ঐ দুর্য্যোধনসহ যদ্ধানন্তর তদুরুদেশে প্রহারকরত বধ করিয়া সত্যপরাক্রমে সকলরাজ্যাধিপতি হইলেন। অতএব মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা সত্য কথা ও সত্যেতে থাকা ও সত্যস্মরণ ইত্যাদি তাহাতে সুখ ও মান্যতা ও বিজ্ঞতা ও বিশ্বাস প্রভৃতি জন্মে ইহা মহাভারতাদিগ্রন্থে বিস্তার আছে।

প্রকারান্তর ॥

মহাভারতগ্রন্থে কথিত প্রসিদ্ধ সত্যবাদী সুধন্বানামক এক রাজকুমার তৎপিতার সহিত ঐ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা মহাবলপরাক্রান্ত বীরবর অর্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তৃতীয়বার তূরীধ্বনি হইলে যে২ ব্যক্তি রণস্থানে আগমন না করিবেন সেই২ ব্যক্তিকে দৃঢতর দণ্ড প্রক্ষেপ করিব। তদনন্তর ক্রমে২ সকল সৈন্য তৃতীয় তূরীধ্বনি মধ্যে মিলিত হইল কিন্তু তুরীয় তূরীধ্বনি হইলেও তৎপুত্র সুধন্বা আগমন করিলেন না কারণ সুসজ্জীভূত সুধন্বার যুদ্ধসমাগমন সময়ে তৎপত্নী সুধন্বাকে সমাদরপূর্ব্বক কহিলেন যে আমার মানসপূরণ করিয়া যুদ্ধে প্রস্থান করহ। তাহাতে

সুধন্বা ঐ পত্নীকে অনেক২ বুঝাইলেও তৎকথোপকথন দ্বারা সুধন্বা উত্তর প্রদানে অসমর্থতাহেতু রমণীর মানস পূরণপূর্ব্বক রণস্থলে প্রস্থান করিলে তৎপিতা জিজ্ঞাসা করিলেন যে কিনিমিত্ত তোমার এত বিলম্ব। তাহাতে সুধন্বা সত্যবাদী এইপ্রযুক্ত স্বীয় রমণীর রমণবিষয়ক সত্য কথনে তৎপিতা মৌনী হইলে সভ্যগণের ব্যঙ্গবাক্যদ্বারা স্বীয় পুত্র সুধন্বাকে পুত্রস্নেহপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছ তৃতীয় তূরীধ্বনিমধ্যে রণ স্থলে গমন না করিলে দৃঢতর দণ্ড নিক্ষেপ করিব। তৎ পিতার তাৎপর্য্য এই যে সুধন্বা যদি কহেন প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করি নাই তবে ত্রাণ পায়েন। কিন্তু সুধন্বা প্রাণ বিয়োগ ও পিতার অভিপ্রেত হানি ইত্যাদি সত্যভঙ্গ ভয়ে স্বীকার করিলেন না। তদনন্তর সুধন্বাকে দৃঢতর দণ্ড নিক্ষেপ করিলেও কোন কারণবশত সত্যবাদি সুধন্বার ঐ দৃঢতর দণ্ড প্রহারদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ হইল না। তদ্দর্শ নে সভ্যগণেরা কহিলেন যে সম্যক্ দণ্ড হয় নাই এই সন্দেহ নিবারণার্থ দণ্ডের পরীক্ষার উদ্যোগে ঐ অস্ত্রা দি সভ্যগণের শরীর স্বচ্ছন্দে পীড়ন করিলেন। পরে সুধন্বা সুসজ্জীভূত হইয়া যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক অর্জুনসহ ঘোর তর যুদ্ধানন্তর অর্জুন পরাভবপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব দেখ সত্যের এই প্রকার পরাক্রম যে সত্যে থাকিলে তা হার কোন বিষয়ে কোন স্থানে কদাচ পরাভব হয় না।

প্রকারান্তর॥

মিথিলানগরীতে সত্যপরায়ণ ও সত্যবাদীনামক এক ব্রাহ্মণ বসতি করেন তিনি সতত মিথ্যা বার্ত্তা পরাঙ্মুখ মিথ্যাবাদিসহ সংভাষণে বিরত অবিরত সত্যবাদিসহ সংসর্গ সদা সংভাষণাদি করেন। ঐব্যক্তি সকল জনকর্তৃক সর্ব্বদা সমাদৃত পরমসুখী পরমতত্ত্বান্বেষী রাজপূজ্য ও সর্ব্ব মান্য কিন্তু আহার দ্রব্যাভাবে উপবাস করেন তথাপি যাচ্ঞা ও মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাদিতে বিরহিত। তন্নগরাধিপতি উমেশনামক মহারাজ অতিশয় প্রবলপ্রতাপান্বিত দুষ্টদমন শিষ্টপ্রতিপালক রাজনীতি ও রাজধর্ম্মাক্রান্ত ও মান্যজনের মানপ্রদ বিজ্ঞ ও ধীরপ্রবীর ও দয়ালু দানরত দারিদ্র্য বিদ্রাবণছিলেন। তাঁহার গৃহে একদিবস দস্যুসমূহ আগমনপূর্ব্বক কোষত বহু২ রত্ন লইয়া প্রস্থান করিল। পরে পরদিবসীয় প্রভাত সময়ে মহারাজ উমেশ গাত্রোত্থান করিয়া শ্রবণ করিলেন যে রত্নাগার হইতে বহুরত্ন দস্যুরাগ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে তাহাতে রাজা প্রহরি ও গ্রামরক্ষকের প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে শীঘ্র দস্যুদিগকে আনয়ন করহ নত্তবা তোমাদিগের শিরশ্ছেদ করিব। ঐ দস্যুর অংশভোগি প্রহরি ও গ্রামরক্ষক পরামর্শ করিল যে আমাদিগের বশীভূত গ্রামস্থ বহুলোক আছে ইহারদিগের প্রতি কিঞ্চিদর্থ প্রদানপূর্ব্বক কূটসাক্ষ্য অর্থাৎ মিথ্যাসাক্ষ্যদ্বারা অতিশিষ্ট অধিকবাক্য কথনে অসমর্থ

ও মিথ্যাভীত যে সত্যবাদী তাহাকে চৌরাপবাদে বদ্ধ করিয়া রাজসন্নিধানে আনয়ন করিলে আমরা ত্রাণ পাইব ইত্যাদি মন্ত্রণাতে সত্যবাদির গৃহে কিঞ্চিদ্রত্ন প্রক্ষেপানন্তর সেইরত্নসহ সত্যবাদীকে বদ্ধ করিয়া রাজসন্নিধানে আনয়ন করিলে মহারাজ উমেশ সত্যবাদিকে বদ্ধ দেখিয়া বন্ধনমোচনার্থ অনুমতি করিয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন এবং মানসে বিবেচনা করিলেন যে সত্যবাদী সতত সত্যপরায়ণ ইনি রত্ন হরণযোগ্য কদাচ হয়েন না তাহা হইলে সর্ব্বজনের পূজ্য ও বিশ্বস্ত হইতেন না। আর যদ্যপি ইনি চুরি করিয়া থাকেন তথাপি দণ্ড কর্ত্তব্য নহে কারণ সর্ব্বজন মান্যের প্রতি দণ্ড করিলে আমি সর্ব্বকর্তৃক অজ্ঞত্বরূপে নিন্দনীয় হইব। আর শাস্ত্রে কথিত আছে যে দণ্ডার্হজনে দণ্ড ও মান্যব্যক্তির মান হানি ও পূজ্যের অপূজন ও সত্যবাদিতে মিথ্যাবাদিত্বের আরোপ ইত্যাদি অনিষ্টের হেতু। আরো কহিয়াছেন যে নীচের বাক্যে বিশ্বাস ও দুষ্টের বাক্যদ্বারা শিষ্টের প্রতি দণ্ড ও অশোচ্যে শোক ও আদরানর্হে আদর ইত্যাদি কর্ত্তব্য নহে। অতএব দুষ্ট প্রহরিকাদির বাক্যে বিশ্বাস অকর্ত্তব্যই। ভূপতি বিবেচনাপূর্ব্বক প্রহরি ও গ্রামরক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার সাক্ষী আছে। তাহাতে তাহারা উত্তর করিল যে মহারাজ সাক্ষী আছে এবং এইরত্ন সত্যবাদীর গৃহমধ্যে পাওয়াগিয়াছে। ইহাতে রাজা বিবেচনা

করিলেন যে অপ্রস্তুতাভিধান অর্থাৎ যাহা জিজ্ঞাসা করি নাই তাহার উত্তর করিল এবং সাক্ষিসমূহের কিঞ্চিৎ২ বাক্যের বৈপরীত্য বোধ হওয়াতে পরে রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন যে আমার গৃহে চুরি হইয়াছে ইহারা কিপ্রকারে জানিল রক্ষকেরা তাহার উত্তর করিলে পুনর্ব্বার কথার বৈপরীত্য হওয়াতে পরে রাজা সত্যবাদিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্য কহিলেন সত্যবাদিত্বপ্রযুক্ত সত্যবাদিকে মোচন করিয়া দুরাত্মা গ্রামরক্ষক ও প্রহরির প্রতি প্রহার করাতে রত্নচোর রত্ন আনিয়া ঐ রক্ষকেরা রাজাকে সমর্পণ করিল। দেখ সত্য হৈতে মিত্র ও মান্যতা ও আপদ্‌হইতে মোচনও ধন ও জ্ঞান ও বুদ্ধি ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি ইত্যাদি হয়। আরো দেখ সত্য অমূল্যধন সর্ব্বদেশে সকল জন কর্তৃক সতত মান্য এবং সত্যপরায়ণ জন ও সকল কর্তৃক মান্য হয়েন। অতএব পুনঃ২ কহিতেছি তোমরা সর্ব্বদা সত্যেরত হও।

মিথ্যা কথনে বিবেচন।

তথ্য প্রতিযোগি অথবা তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারকত্বাভাব অর্থাৎ সত্যাভাবের নাম মিথ্যা এই মিথ্যোৎপত্তির প্রতি কারণ ভীরুতা ও ঈর্ষা ও আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এক জনের ভয়ে মিথ্যা প্রয়োগ করে সেব্যক্তির অসাধ্য কি আছে অর্থাৎ সে ব্যক্তি সকল নিন্দনীয় কর্ম্ম করিতে পারে যেহেতু সকল সাধু সংগৃহীত ও চির

কাল ব্যবহার যোগ্য যে বর্ত্ম তাহাকে অন্যথা করে আর তাহাতে সত্যের হানি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধাচরণ হয় তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বজ্ঞ ও সকলান্তর্ব্বর্ত্তী যে পরমাত্মা তিনি সকলের অন্তরে থাকিয়া মিথ্যাজ্ঞাতা হওতঃ ক্ষোভযুক্তের ন্যায় হয়েন তাহাতে সেই মনুষ্যের অনিষ্টোৎপত্তি হয় । আর মিথ্যা এই প্রকার কুৎসিত সতত মিথ্যা প্রয়োগ করে যে জন সেও অন্য মিথ্যাবাদি সন্দর্শনে অত্যন্ত ক্রোধপূর্ব্বক তাহাকে ভৎর্সনা করে যেহেতু সত্যের এইরূপ মর্য্যাদা যে মিথ্যাতৎপর জনকেও সত্যকে মানিতে হয় এবং কেহ২ রিপুর সুখার্থ মিথ্যাচরণ করে কিন্তু সেই রিপুগণ অতিশয় প্রবল হইয়া সেই ব্যক্তিকে পীড়াদেয় মিথ্যা কদাচ সংগোপনে থাকে না অবিলম্বে কিংবা বিলম্বে প্রকাশ পাইয়া মিথ্যাবাদির মানহানি করে আর যে কাল পর্য্যন্ত মিথ্যাবাদির মিথ্যা প্রকাশ না পায় সেই পর্য্যন্ত তাহার গর্ব্ব প্রবর্দ্ধিত হয় কিন্তু অনৃত প্রকাশিত হইলে অনৃতবাদির গর্ব্ব খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় আরো বিজ্ঞ ও ধনি ব্যক্তিরাও যদ্যপি অনৃত কথনে অনিন্দনীয় জনকে মিথ্যাবাদির দোষার্পণ করেন তবে সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ পাইলে তাঁহারাই নিন্দাস্পদীভূত হয়েন । মিথ্যাবাদির ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে যে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না বরং অনৃতবাদী যদ্যপি স্বীয় বিষয় রক্ষার্থ যথার্থ

বাক্য প্রয়োগ করেন তথাপি মিথ্যাজাত যে অবিশ্বাস তদ্দ্বারা তাহার সেই যথার্থ বিষয়ে হানি হয়। মিথ্যার পর নীচ ও হাস্যাস্পদী ভূত কারক আর নাই। এবং মিথ্যাতে মানস সিদ্ধ কদাচ হয় না যেহেতু শীঘ্রই প্রকাশ পায় আর মিথ্যাকথা নীচত্ব ও বুদ্ধিভ্রংস করে আরো যদি কোন ব্যক্তির মানহানির নিমিত্ত কেহ অনৃত কহেন তবে সেই মিথ্যা তদ্ব্যক্তির কিঞ্চিৎকাল দুঃখপ্রদা হয়েন বটে কিন্তু পরে তাহা প্রকাশিত হইলে ঐ অনৃত বাদির ক্লেশদায়িকা হয়। কেহ যদি মিথ্যা প্রয়োগ করিয়া লজ্জাভয়ে মিথ্যা প্রকাশ না করে তবে সেই মিথ্যা প্রকাশ পাইলে সেই ব্যক্তির লজ্জা ও মনস্তাপ ও মানহানি প্রভৃতি হয় আর তাহাকে সকলেই নীচ জ্ঞান পূর্ব্বক হেয় করেন। যাদ্যপি অপদাদি প্রযুক্ত কেহ মিথ্যা কহে তবে তাহার স্বীকার করাই কর্ত্তব্য কারণ মিথ্যাকথন স্বীকারই মিথ্যার দোষাপহারক হয়েন। আর স্বল্পদোষ পরীহারার্থ অনৃত কহিয়া অতি বৃহদ্দোষ আনয়নের কি প্রয়োজন। আরো দেখ মিথ্যা কথা কি ঘৃণার বিষয় যে বাহ্য মিথ্যা কথাতে সেই ব্যক্তির অন্তরেচ্ছা প্রতিবাদিনী হয়েন এবং ইহাতেই বা কি সুখ হইতে পারে অর্থাৎ কিছুই সুখ হয় না কেবল সতত মিথ্যাচরণের দৃঢ়তরাভ্যাস হয় তদ্দ্বারা সচ্চরিত্রকে অসচ্চরিত্র ও অবিশ্বস্ত করে। আর যদি কেহ প্রবঞ্চনা করে

তবে তাহাকে সকলে ঘৃণা করেন কিন্তু মিথ্যাবাদির প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাবাদিত্ব এই উভয় আছে অতএব সেই ব্যক্তি কিরূপ ঘৃণার স্থল তাহা বিবেচনা করহ। এবং অনৃতবাদিতে সত্য কহিলেও কদাচ বিশ্বাস হয় নাযেহেতু অনৃতবাদির আন্তরিক এক প্রকার বাহ্যে অন্য প্রকার কিন্তু সাধুদিগের আন্তরিক যেরূপ বাহ্যেও প্রকাশিত সেই প্রকার হয়। অতএব সাধুবাক্যে সকলে বিশ্বাস করে মিথ্যাবাদী ঐ সাধুর বিশ্বাসজনক বাক্যকে মিথ্যা কহেন আর সেই মিথ্যাবাদির যাহা আন্তরিক তাহা আত্মসম্বন্ধি বাহ্য মিথ্যাবাক্যে তাহাকে আঘাত করে এইহেতু অনৃতবাদিকে বিশ্বাস ঘাতক ও আত্মঘাতী বলা যায়। অতএব মিথ্যা কথার পর আর কুৎসিত নাই এবং মিথ্যাবাদিকে কেহ কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অপর আত্মশ্লাঘা জন্য যে মিথ্যা সে পরের অনিষ্ট কারক হয়েন না কিন্তু আপনার নানা প্রকারে অনিষ্ট প্রদান করে। ওহে জনগণ তোমরা বিবেচনা করহ যে নীচত্ব ও বুদ্ধি ভ্রংস ও মনস্তাপ ও মানহানি ও অবিশ্বাস এই সকল করে যে মিথ্যা তাহাতে প্রবর্ত্ত হইও না।

ইহার উদাহরণ। কাশ্মীরদেশ নিবাসি ধনিবংশ প্রসূত ও ধনাঢ্য ও মান্য নন্দনন্দননামা এক বণিজনন্দন তিনি প্রতিদিন যামিনীযোগে অতিশয় চীৎকার ধ্বনি করেন আর বলেন যে দস্যুরা আগমনপূর্ব্বক আমার

ধন গ্রহণ করে এবং আমাকে অত্যন্ত প্রহার করে ওহে প্রতিবাসিগণ তোমরা আমার ধন ও প্রাণ রক্ষা করহ ইত্যাদি বাক্য প্রতিবাসি সকল শ্রবণ করিয়া সকলে এইরূপ স্বীয়২ আত্মীয়সহ অস্ত্র ও শস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক ঐবণিজনন্দন নন্দনন্দন ভবনে গমন করিয়া দর্শন করেন যে কবাটরুদ্ধ ও বণিজনন্দন ত্রিতল অট্টালিকোপরি স্বচ্ছন্দে শয়নাগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উক্তধ্বনি করিতেছে এবং দস্যু কিম্বা তচ্চিহ্ন কিছুই নাই তথাপি প্রতিবাসিগণ সাধুস্বভাবহেতু মনে করিলেন যে দস্যু আগমন করিয়াছিল কিন্তু আমাদিগের আগমনানুসন্ধান পাইয়া প্রস্থান করিয়াছে যাহা হউক বণিজ নন্দনের যে অনিষ্ট বারণ হইল ইহাই ভাল অনন্তর প্রতিবাসিগণ বণিজনন্দনকে অভয় প্রদান করিয়া তৎস্থান হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন পরে ঐ বণিজ নন্দন প্রতিদিন নিশি সময়ে ঐরূপ ধ্বনি করে প্রতিবাসিগণ ও উক্তরূপে বণিজ ভবনে গমন পূর্ব্বক তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া স্বীয় সদনে সমাগমন করেন এই প্রকার কিছুদিন গমনদ্বারা প্রতিবাসিগণ জানিলেন যে বণিজ নন্দন কেবল মিথ্যা চীৎকার করে তবে আমাদিগের বণিজ ভবনে রজনীসময়ে আর গমনের আবশ্যকতা নাই ইহা মন্ত্রণাপূর্ব্বক বণিজ গৃহে চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিলেও নিবর্ত্ত থাকেন এবং ঐ বণিজনন্দনকে সকলেই অশ্রদ্ধা করেন। পরে এক দিবস রজনীতে যথার্থ দস্যু কতক

গুলি অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বণিজ সদনে গমন করিয়া বণিজ্জ নন্দনকে বন্ধন ও প্রহার করত গুপ্তধন প্রকাশ পাইলে ঐ গুপ্ত ও বাহ্যধন লইয়া প্রস্থান করে এমত সময়ে ঐ বণিজ্জ নন্দন স্বীয় রক্ষকগণ সহ দস্যুগণদিগকে রোধ করণার্থ প্রবর্ত্ত হইলে ঐ দস্যুরা অস্ত্রদ্বারা বণিজনন্দনকে খণ্ড২ করিল ঐ বণিজনন্দন পূর্ব্বের ন্যায় অত্যন্ত ধ্বনি করিয়াছিল তথাপি প্রতিবাসিগণ ঐ ব্যক্তির মিথ্যাস্বভাব বোধ হেতু সেই স্থানে গমন করেন নাই। দেখ মিথ্যাদ্বারা ঐ বণিজনন্দনের ধন ও মান ও প্রাণ সকলই নষ্ট হইল অতএব যদ্যপি বহু ধন ও সুখলাভ বোধ হয় তথাপি মিথ্যাতে মতি কদাচ কর্ত্তব্যা নহে যেহেতু মিথ্যায় কালবশত যদিও সুখোদয় হয় কিন্তু সেও কিঞ্চিৎ কাল জানিবে শেষে উক্ত বিশেষ২ দুঃখভোগ অবশ্যই করিতে হইবে।

সামান্য মিথ্যাপেক্ষা মিথ্যাশপথে আরো বিশেষ জানিবে যেহেতু মিথ্যাতে প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাকথন ও বিশ্বাসঘাতিত্ব ও আত্মঘাতিত্ব ও বিশ্বাস রাহিত্য ও স্বকার্য্য হানি ও অপমান ও সর্ব্বজনকর্তৃক অনাদর ইত্যাদি আছে বটে কিন্তু মিথ্যাদিব্যে উক্তদোষাপেক্ষা বক্তব্য সকল দোষ অধিক জানিবে সেই দোষের মধ্যে প্রথম আত্মীয় কিংবা পরই হউক যে ধনস্বামী তাহার ধননাশ ঐ ধনকে সর্ব্বশাস্ত্রে ও সকললোকে প্রাণ হইতেও গুরুতর

বলেন আর দৃষ্টও হইতেছে যে ধন ক্ষয় হইলে যদ্যপি বিজ্ঞও হয় তথাপি তাঁহার বুদ্ধির হ্রাসত হয় সেও বিজ্ঞের মরণ তুল্য ক্লেশ এবং যদি অজ্ঞ হয় তবে. সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয় অতএব এতদপেক্ষা বরং মৃত্যু ভাল দ্বিতীয় একজন অন্যের ধন অপহরণ করে মিথ্যাশপথ কারি ব্যক্তি তাহার সহকারি হয় ইহাও শাস্ত্রে ও সর্ব্ব লোকে নিন্দনীয় এবং চোরের সহকারিজন রাজদণ্ডার্হও বটে তৃতীয় মান্য যে ধনস্বামী তাহার মানহানি ইহা প্রাণবিনাশাপেক্ষা অধিক ক্লেশজনক যেহেতু প্রাণ বিয়োগকালীন কেবল তজ্জন্য দুঃখ প্রাণবিয়োগানন্তর আর তজ্জন্য ক্লেশ থাকেনা কিন্তু অপমানে জীবনকাল যাবৎ তাবৎ ক্লেশ. ভোগ করিতে হয় চতুর্থ ধনাপহারকতাপ্রযুক্ত নীচ যে জন তাহার বৃদ্ধি সেই বৃদ্ধি হেতু তন্নগরস্থ সকলেরি ক্লেশ জন্মে পঞ্চম মিথ্যা শপথ দ্বারা রাজবুদ্ধিভ্রংস হয় তাহাতে প্রজাদিগের অনিষ্ট ও রাজার নিন্দা ও রাজ্য নাশ পায় ষষ্ঠ রাজসমক্ষে দিব্য পূর্ব্বক মিথ্যা কথনে অধিক নিন্দা যেহেতু প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ও দিব্য ইহার প্রত্যেকই নিন্দনীয় আর ঐ তিনের একত্রযোগ হইলে তাহার কি লিখিব বিবেচনা করিবে আর এই তিন যদি গুরু ও রাজার সমক্ষে হয় তবে. ইহাতে যে দোষ তাহা বর্ণনে লোক সকল কি সমর্থ হইবেন শাস্ত্র সমূহই পরাভূত হইয়াছেন সপ্তম প্রাণ দণ্ডযোগ্য

যে ব্যক্তি নয় তাহারও মিথ্যা শপথ দ্বারা প্রাণ বিনাশ হইতেছে তাহাতে মিথ্যাশপথকারি ও অভিযোগকর্ত্তা ও রাজা সকলেই দোষভাগী হয়েন। আর অন্য২ দোষ মিথ্যাকথন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র২ দোষ গ্রন্থবাহুল্য ভয়প্রযুক্ত ইহাতে লিখিলেমনা! কিন্তু তোমরা এই প্রকার দোষজনক যে মিথ্যাশপথ ইহাতে মনঃস্থান কদাচ দিবে না।

ইহার উদাহরণ! মগধদেশনিবাসি মহারাজাধিরাজ সদ্বিচারক শিষ্টপ্রতিপালক দুষ্ট প্রহারক সর্ব্বধন্বা নামক একব্যক্তি তিনি সতত সুনীতিদ্বারা সকল প্রজাদিগের প্রতিপালন করেন ইতিমধ্যে একমিথ্যাবাদী ও মিথ্যাশপথকারী সুদীননামক একব্যক্তি উক্ত রাজার রাজ্যে বসতিকরিতে বাঞ্ছাকরিলে রাজাবিবেচনা করিলেন এইব্যক্তি উদাসীন অতএব ইহার স্বভাব না জানিয়া বাসদেওয়া কর্ত্তব্য নহে অনন্তর ঐ ব্যক্তিকে বসতিস্থান প্রদান নাকরিলে ঐ সুদীন এক কুরুনামক চাণ্ডাল তৎসহ মিত্রতা করিয়া তাহার গৃহেবাস করে। পরে ঐ চাণ্ডালকে সুদীন কহিল যে মিত্র তুমি অতিশয় ক্লেশ পাইতেছ তোমাকে একপরামর্শবলি তাহাই করহ তদ্দ্বারা তোমারধন ও ভূমি হইবে তাহাতে অতিশয় সুখ জন্মাইবে চাণ্ডাল সুদীনকে জিজ্ঞাসাকরিল যে সেপরামর্শ কি সুদীন কহিল যে তুমি সুবরনামক যে ধনী আছে ইহার

নামে তুমি রাজসন্নিধানে অভিযোগ অর্থাৎ নালিশ করহ এই অভিযোগ দেয় যে ইনি আমার সহস্র মুদ্রা ঋণ অর্থাৎ কর্জ্জ লইয়াছেন ইহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ প্রদান করেন না এবং মূলধনও দেন না ইহার কারণ কি। তাহাতে সুদীনকে ঐচাণ্ডাল কহিল যে মিত্র মিথ্যা প্রয়োগ কি প্রকারে করিব সুদীন কহিল সখে হানি কি এক মিথ্যা কহিলে সহস্র মুদ্রা পাইবে তাহাতে পরম সুখ হইবে তথাপি ঐচাণ্ডাল মিথ্যাভিযোগে প্রবৃত্ত না হইলে তাহার স্ত্রীকে উক্তরূপ প্রবৃত্তিজনক বাক্য দ্বারা প্রবৃত্ত করাইয়া তদ্দ্বারা চাণ্ডালকে প্রবৃত্ত করাইল অনন্তর চাণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল যে মিথ্যা যদি প্রকাশ পায় তবে রাজা অত্যন্ত প্রহার করিবেন তাহাতে সুদীন কহিল মিত্র ভয় কি আমি সাক্ষী তোমার কোন আপদ্ হইবে না। পরে ঐচাণ্ডাল উক্ত পরামর্শানুসারে রাজসন্নিধানে সুবর নামে অভিযোগ দিলে রাজা সুবরকে পদাতি দ্বারা আনাইয়া এতদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সুবর কহিলযে আমি মুদ্রা লইনাই অনন্তর রাজা রাজনীত্যনুসারে বাদিপ্রতিবাদি সাক্ষ্য ও অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ শ্রবণাদি দ্বারা বিলক্ষণ বিচার করিলেও কালবশত মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রাবল্য হেতু সুবর পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন• এবং সবৃদ্ধিক সহস্রমুদ্রা চাণ্ডালকে প্রদান করিতে হইল। অনন্তর ঐ সুদীন ও চাণ্ডালের মিথ্যাসাক্ষ্য দ্বারা ক্রমশঃ২ সকল প্রজাই ধনহীন

হইলে রাজারও রাজ্য অর্থাভাব প্রযুক্ত বিনষ্ট হইল। অতএব উক্ত দোষ দায়ক মিথ্যাশপথে কেহ কদাচ মতি করিও না।

প্রবঞ্চনা বিষয়ক।

যথার্থ কিম্বা অযথার্থ দ্বারা যে পরের চিত্তাপহরণ তাহার নাম প্রবঞ্চনা এই প্রবঞ্চনাকরে যেজন তাহার নাম প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনার প্রতি কারণ কুক্রিয়াতে রতি ও কুকর্ম্মকরণ মৃদুস্বরে ছলপূর্ব্বক কথন প্রভৃতি। প্রবঞ্চনা দ্বারা সকললোক কর্তৃক নিন্দনীয় ও মান্যতার হানি ও অবিশ্বাস ইত্যাদি হয় প্রবঞ্চক জন সতত সকল বিষয়ে আপনিই বঞ্চিত হয় যেহেতু মন্দবিষয়ে সর্ব্বদা তাহার মতি ভ্রমণকরে তাহাতে শিল্প ও শাস্ত্রাদিজ্ঞান কিছুই হইতে পারে না আর যে লোক একবার বঞ্চকের সহিত ব্যবহার করেন তিনি পুনর্ব্বার বঞ্চক প্রবঞ্চনায় পরাভব পায়েন না এবং কোনং জনকে একবার ও প্রবঞ্চনারূপ জালেতে বদ্ধ করাইতে পারে না তাহাতে প্রবঞ্চকের মনস্তাপ ও ধনপ্রাপ্তির হানি হয় যদি বঞ্চক প্রবঞ্চনা না করে তবে সেইজন সকল সমীপে মান্য ও প্রিয় হইতে পারে প্রিয় হইলে অনায়াসে ধনলাভ ও সুখোদয় হয় প্রবঞ্চক দুইপ্রকার প্রথম সত্যপূর্ব্বক বঞ্চনাকারক দ্বিতীয় মিথ্যাপূর্ব্বক বঞ্চনাকারক ইহারমধ্যে প্রথম বঞ্চক দুর্জ্জেয় দ্বিতীয় সুজ্ঞেয়। প্রথম যে দুর্জ্জেয় তাহার প্রতি কারণ

ঐ প্রবঞ্চক সত্যকথা কহে তদ্দ্বারা সাধুদিগের কোন২ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারেনা আর কোন২ কার্য্য ধ্বংসহয় এবং এই প্রবঞ্চক দুষ্টদুর্দান্তদুরাত্মা বিশিষ্ট শিষ্ট সমীপে শিষ্টেরন্যায় সুস্থে২ সংগোপনে কথোপকথনে সম্মোহ জন্মাইয়া প্রবঞ্চনাকরে। দ্বিতীয় যেবঞ্চক সুজ্ঞেয় ইহার প্রতিকারণ মিথ্যাকথা পূর্ব্বক বঞ্চনাকরে পরে মিথ্যাকথা ও প্রবঞ্চনা অবশ্য প্রকাশ পায় তাহাতে পরের কার্য্যহানি এবং বঞ্চকের অভিলষিতের অসিদ্ধি ও অপমান হয় কিন্তু দুর্জ্ঞেয় প্রবঞ্চকের দোষের খর্ব্বতা যেহেতু সত্যকথা প্রয়োগ পূর্ব্বক বঞ্চনাকরে আর সুজ্ঞেয় বঞ্চকের প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা এই উভয়ঘটে অতএব সুজ্ঞেয় বঞ্চকাপেক্ষা দুর্জ্ঞেয় বঞ্চককে কেহ কদাচ বিশ্বাস করেন না কিন্তু মান্যকরেন আর সুজ্ঞেয় বঞ্চককে বিশ্বাস ও মান্যতা কিছুই করেন না। যাহা হউক বঞ্চকসহ বাস ও আলাপাদি কদাচ কর্ত্তব্য নহে তাহাতে ধনহানি ও সুখনাশ ও মানহানি ও বুদ্ধিহ্রাস ও জ্ঞাননাশ হয়।

ইহার উদাহরণ। তিরটদেশান্তর্গত মথুরাপুর নিবাসি মথুরানাথনামা এক রাজা তিনি অত্যন্ত সরলচিত্ত সতত সদালাপরত পর পীড়ায় পীড়িত এইরূপ দেখিয়া এক প্রবঞ্চক ঐ রাজার ধনাপহরণার্থ মানসে বিবেচনা করিল যে ব্যাঘ্রের ভক্ষ্য মৃগ ও গরুড়ের ভক্ষ্য সর্প ও শ্যেন পক্ষির ভক্ষ্য অন্য পক্ষী ও কুলোকের ভক্ষ্য সাধু

লোক অতএব রাজা অতি সাধু ইহার ধন আমি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিব কিন্তু এতৎসমীপে প্রবেশ হওনের উপায় ইহাঁর উপাসনা এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য নাই এই বিবেচনা করিয়া ঐ রাজার সর্ব্বদা সেবা করিতে লাগিল দুর্জনের যে প্রকৃতি সে তিন্তিড়ী ফল যেমত প্রথম সুরস চরমে বিরস তাহার ন্যায় ঐ বঞ্চক কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত রাজার নানাবিধ উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া চিন্তা করিল যে যদি এই রাজাকে দেশান্তরে প্রস্থান করাইতে পারি তবে ইহার ধন অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি। অনন্তর বঞ্চক নানাদেশীয় কথা দ্বারা রাজার পরিতোষ পূর্ব্বক কহিল মহারাজ এই রাজ্যে নিত্য উপভুক্ত বস্তুর ভোগে কি সুখ হইতে পারে যে দেশে অনুপভুক্ত স্ত্রীর ভোগ ও অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন ও অভুক্তদ্রব্যের ভোজন অনুভব এই সকল অনায়াসে হয় সেই স্থানের বৃত্তান্ত শ্রবণ করহ।

সংফুল্ল সরসীরুহ সংযুক্ত সরোবর ও ষট্পদ সহিত সুমনস্ও সুশোভিত লতা এই সকল সংব্যাপ্ত বন এবং সুবর্ণাদি সংযুক্ত শৈল সমূহ ও সুশোভিত অট্টালিকা ও সুদৃশ্যা সুভব্যা কেলিকুশলা রমণী প্রভৃতি নানাপ্রকার দেশান্তরে গমন করিলে দেখিতে পায় ইহা শ্রবণে রাজা দেশান্তর গমনোৎসুক হইয়া বলিলেন যে সখে দেশান্তরে আমি গমন করিব তুমিও আমার সহিত চলহ তাহাতে

বঞ্চক বলিল মহারাজ যদ্যপি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে এই কথা প্রকাশ হইলে দেশান্তরে ভ্রমণ হইবে না অতএব কদাচ প্রকাশ করিবেন না আর বহুমূল্য রত্ন পাথেয় নিমিত্ত লইবেন অদ্য রজনীর শেষভাগে প্রস্থান করিব রাজা তাহাই স্বীকার করিলে ঐ বঞ্চক স্বীয় বাস স্থানে গমন পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতাকে সংগোপনে কহিল যে রাজার সহিত রাত্রিশেষে আমি বন প্রস্থান করিব তুমি পথিমধ্যে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে তোমরা কোনস্থানে যাইবে আমি তোমারদিগের সঙ্গে গমন করিলে ভাল হয় অনন্তর আমাদিগের পশ্চাৎ২ গমন করিবে এই পরামর্শ ভ্রাতাকে দিয়া রজনীশেষে রাজার সঙ্কেতিত স্থানে যাইয়া বহুমূল্য বহুধন গ্রহণ পূর্ব্বক রাজার সহিত বঞ্চক প্রস্থান করিলে তদ্‌ভ্রাতা পথিমধ্যে উক্ত পরামর্শানুসারে মিলন পূর্ব্বক পশ্চাদ্গামী হইল। অনন্তর বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজা অত্যন্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত প্রযুক্ত বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রাপ্রাপ্ত হইলে ঐবঞ্চক রাজার সমস্ত বহুমূল্য রত্নসহ স্বীয় ভ্রাতাকে স্বগৃহে প্রস্থান করাইয়া তীক্ষ্ণাগ্র দুই কাষ্ঠ শঙ্কুদ্বারা ঐ রাজার চক্ষুর্দ্বয় বিদীর্ণ করিল তাহাতে রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া ছল নিদ্রিত ঐ বঞ্চককে কহিলেন মিত্র আমার চক্ষুর্দ্বয় বিদীর্ণ করিলে বঞ্চক ভগ্ননিদ্রপ্রায় কহিল সে কি সখে আমি নিদ্রান্বিত ছিলেম তবে সেই পথিক তো

মার চক্ষুর্দ্বয় বিদারণ পূর্ব্বক রত্ন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে রাজা বিবেচনা করিলেন যে এই বঞ্চুকেরি সহায় সে পথিক কারণ আমার নয়নে আঘাত মাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে যদি এক্ষণে সেই পথিক ধন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিত তবে তাহার পাদপ্রক্ষেপ জন্য শব্দ হইত আর নিদ্রান্বিত মনুষ্য নিদ্রাভঙ্গ মাত্রই বা কি প্রকারে জানিল যে আমার নিকটস্থ রত্ন লইয়াছে অতএব এই দুরাত্মারি কর্ম্ম অনন্তর ঐ বঞ্চককে দূরীকৃত করিয়া কাতরে তৎস্থানে স্থিত হইলে কর্ণবিবরে এই শব্দ জানিলেন যে ঐ বৃক্ষোপরি এক শুক স্বীয়পুত্রকে কহিতেছেন এই বৃক্ষের ছাল চূর্ণ যদি কেহ ঐ নর্ম্মদা তীরস্থ রাজার নয়নে দেয় তবে তাহার অন্ধতা দূর হয় তচ্ছ্রবণে উক্ত রাজা ঐ বৃক্ষের ছাল চূর্ণ নয়নে দিবামাত্র নয়ন রোগ শান্তি হইল। অনন্তর রাজা ঐ বৃক্ষের ছাল লইয়া ঐ নর্ম্মদাতীরস্থ রাজার নয়ন রোগের শান্তি করিলেন কিন্তু ঐ বঞ্চক দিনদ্বয়ানন্তর ঐ রাজা মথুরা নাথের গৃহে গমন পূর্ব্বক কহিল যে রাজার মৃত্যু হইয়াছে আমাকে তৎকালীন অনুমতি দিয়াছিলেন যে তুমি রাজত্ব করিবে যাবৎ আমার পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক না হয়েন এই প্রকার বলিয়া বঞ্চক রাজত্বে উদ্যত হইলে অতিবিজ্ঞ ঐ রাজমন্ত্রী রাজকীয় যাবদ্বিষয় রোধ করিলেন এবং ঐ বঞ্চককেও মান্যতা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ নর্ম্মদাতীরস্থ রাজা নয়ন পাইয়া অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক রাজা মথুরা

নাথকে স্বীয়কন্যা ওরাজ্যার্দ্ধ প্রদানকরিয়া দাসদাসী সহিত তদ্রাজ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক সংপ্রাপ্তিহইলে বহুমান পুরঃসরে সেস্থানে ভোজনাদি করিলেন। ঐ বঞ্চক ঐরাজা-মথুরানাথকে দর্শন করত অত্যন্ত ভীত হওয়াতে ঐ মন্ত্রী রক্ষক দ্বারা দ্বাররোধ করিলেন কিন্তু রাজামথুরানাথ ঐ বঞ্চককে ভীত দর্শনে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করাতে ঐ বঞ্চক অতিশয় লজ্জিত হইলে রাজা অভয় প্রদান করিলেন। পরে কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ বঞ্চকের লজ্জা ও ভয়প্রযুক্ত পঞ্চত্বপ্রাপ্তিহইলেরাজা অত্যন্ত আর্ত্ত হওয়াতে পরিবারেরা জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহারাজ ঐ ব্যক্তির ব্যবহার জানিয়াছি অতএব তন্নিমিত্ত তোমার ক্ষোভ উচিত নহে তাহাতে রাজাকহিলেন যে আমাকে দর্শন করিয়া ঐব্যক্তি ভীত ও লজ্জিত হইয়াছিল অতএব ঐ ব্যক্তি ভাল অন্যবঞ্চকেরন্যায় নয় নির্লজ্জ ও ভয়হীন বঞ্চক সহ আলাপ ও বাস কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

জুয়াখেলা বিষয়ক।

প্রাণি কিংবা অপ্রাণি করণক যে ক্রীড়া তাহার নাম খেলা এই খেলা পণপূর্ব্বক যদি হয় তবে তাহাকে লোক জুয়াখেলা বলে ইহার প্রতিকারণ অলস ও মন্দবুদ্ধি ও দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি এই জুয়াখেলাতে কদাচকেহ প্রবৃত্তি করিও না যেহেতু এতদ্দ্বারা জ্ঞান ওধন ওমান ও আচার ও উপভোগ ও পুত্রাদি স্নেহ সকলই বিনষ্ট হয়! আরো